তারিখ · 08 · JAN · 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি প্রাথমিক স্কুলে শিশু শ্রেণীতে ভর্তি ফি ৫ হাজার টাকা

নারায়ণগঞ্জ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জ শহরের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারি ৮ শিক্ষকসহ মোট ৪৯ শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। ওই ৪১ বেসরকারি শিক্ষকের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থী ভর্তিতে অভিভাবকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কে ফি এবং মাসিক বেতন নেওয়ার অভিযোগে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে শোকজ করা হয়েছে। ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটিও গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শহরের ৩৯ নম্বর আদর্শ শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে ভর্তি ফি'র নামে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ এবং মাসিক বেতন হিসাবে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হচ্ছিল। অথচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো রকম টাকা-পয়সা ছাড়াই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার কথা থাকলেও এই স্কুলটিতে ছিল তার উল্টো নিয়ম। নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ভর্তি ফি, পুরনো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেশন ফি'র নামে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া নানা অজুহাতে নেওয়া হতো মোটা অঙ্কের টাকা। পরীক্ষার ফি হিসাবেও নেওয়া হতো বিপুল অঙ্কের টাকা। এসব অনিয়ম এতদিন ধামাচাপা ছিল শুধু স্কুলের ফল ভালো হওয়ার কারণে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ডোনেশন নিয়েও এ স্কুলে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করত।

এ স্কুলে সরকারি ৮ শিক্ষকসহ মোট ৪৯ শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। ৪ তলা স্কুলটিতে কক্ষের সংখ্যা ১২টি। এর মধ্যে নিচ তলায় অফিস রুম, প্রধান শিক্ষকের রুম এবং শিক্ষকদের বসার রুম রয়েছে। দ্বিতীয় তলা থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত প্রতিটি তলায় ৩টি করে মোট ৯টি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। অথচ সরকারি ৮ শিক্ষক থাকার পরও এ স্কুলে ৪১ বেসরকারি শিক্ষক রেখে তাদের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে বছরের পর বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্কুলের কয়েকজন অভিভাবক বলেন, গত বছর এ স্কুলের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি ফি বা সেশন ফি ছিল সাড়ে ৩ হাজার টাকা। শিশু শ্রেণীতে ভর্তি ফি ছিল ৫ হাজার টাকা। শিশু ও প্রথম শ্রেণীর মাসিক বেতন ছিল সাড়ে ৪০০ টাকা। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক বেতন ৪০০ টাকা। পরীক্ষার ফি ১৫ টাকা লেখা থাকলেও অন্যান্য খাত দেখিয়ে নেওয়া হতো মোট ২০০ টাকা। এ ছাড়া গত বছর স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি পুরনো জেনারেটর কেনে। এজন্য প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এক হাজার টাকা করে নেওয়া হয়। এ ছাড়া পঞ্চম শ্রেণীতে স্কুলেই বাধ্যতামূলক কোচিং করানো হয়। গত বছর কোচিং ফি নেওয়া হয়েছে এক হাজার ৩০০ টাকা করে। কোনো শিক্ষার্থী কোচিং না করলেও তাকে বাধ্যতামূলকভাবে ওই টাকা পরিশোধ করতে হতো। এ বছর ভর্তি ফি ধরা হয়েছিল ৪ হাজার টাকা। তবে তদন্ত শুরু হওয়ার পর তা স্থগিত রাখা হয়েছে।

এদিকে এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে গঠিত তিন সদস্যের কমিটি বৃহস্পতিবার স্কুলে এসে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেছে। তদন্ত কমিটিতে ছিলেন– সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুদ্দিন বিপ্লব, কানিজ ফাতেমা এবং সামিনা নার্গিস। তদন্তের স্বার্থে তারা সাংবাদিকদের কিছু বলেননি।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল হক বলেন, এতদিন ওই স্কুলের এসব অনিয়মের ব্যাপারে কেউ মুখ খোলেনি। বিষয়টি তাদের নজরেও আসেনি। ঘটনা জানার পর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেছে। তাদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। এ ছাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষককে এ ব্যাপারে শোকজ করা হয়েছে। অভিযোগের ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হালিমা খাতুন বলেন, স্কুলটিতে মোট ৭৪৪ শিক্ষার্থী রয়েছে। স্কুলের ৮ সরকারি শিক্ষকের পাশাপাশি ৪১ বেসরকারি শিক্ষক রয়েছেন। উন্নত শিক্ষার জন্যই বেসরকারি শিক্ষকদের রাখা হয়েছে।